জামায়াতের পিআর আন্দোলন রাজনৈতিক প্রতারণা ও বিভ্রান্তির কৌশল: নাহিদ ইসলাম

সংগৃহীত ছবি

জামায়াতে ইসলামীর পিআর-নির্ভর আন্দোলনকে “পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রতারণা” হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেছেন, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করা এবং জনগণের উত্থানের পর জাতীয় সংলাপকে সংবিধান পুনর্গঠনের মূল ইস্যু থেকে সরিয়ে নেওয়া।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর পিআর-নির্ভর আন্দোলন ছিল “পরিকল্পিত রাজনৈতিক প্রতারণা ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল।” রোববার (১৯ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন,“তাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কার কমিশনের সংস্কার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করা এবং জনগণের উত্থানের পর শুরু হওয়া জাতীয় সংলাপকে রাষ্ট্র ও সংবিধান পুনর্গঠনের মৌলিক প্রশ্ন থেকে সরিয়ে দেওয়া।”

নাহিদ ইসলাম আরও উল্লেখ করেন, ভোট-নির্ভর পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার দাবি একসময় সাংবিধানিক নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু জামায়াত ও তাদের সহযোগীরা এই ধারণাকে বিকৃত করে নিজেদের কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার বানিয়ে ফেলে। তাদের কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ছিল সংস্কার নয়, বরং রাজনৈতিক অবস্থান মজবুত করা এবং প্রভাব বিস্তার করা।

তিনি বলেন, জুলাই উত্থানের আগে কিংবা পরে কোনও পর্যায়েই জামায়াত সংস্কার সংলাপে অংশ নেয়নি। তারা কোনও মৌলিক প্রস্তাব বা সাংবিধানিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়নি, এমনকি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি কোনও অঙ্গীকারও প্রকাশ করেনি। সংস্কার কমিশনে তাদের আকস্মিক সম্পৃক্ততা ছিল “বিশ্বাস বা নীতির প্রকাশ নয়, বরং রাজনৈতিক ছদ্মবেশে হস্তক্ষেপ।”

পোস্টে নাহিদ ইসলাম আরও লেখেন, “বাংলাদেশের জনগণ এখন এই পরিকল্পিত প্রতারণা বুঝে গেছে। তারা আর কখনো ভ্রান্ত সংস্কারবাদী বা কৌশলগত রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রতারিত হবে না।”

তার বক্তব্যে তিনি জোর দিয়ে বলেন,“সৃষ্টিকর্তা এবং এই দেশের সার্বভৌম জনগণ কখনোই অসৎ, সুযোগসন্ধানী ও নৈতিকভাবে দুর্বল শক্তিকে রাষ্ট্রের নেতৃত্বে দেখতে চায় না।”